

বাংলা ভাষার বিবর্তন ও ২০৫০ সালের কল্পচিত্র  
খন্দকার জাহিদ হাসান

[এই নিবন্ধটি ২০১৮ সালে মহান সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এবং সিডনীর শিল্প-সাহিত্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'আনন্দধারা'-র স্বত্বাধিকারী শ্রীমন্ত মুখার্জীর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যপত্রিকা 'দখিনা'-তে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।]

বেশ কিছু ব্যাপারে জীবসত্তার সাথে ভাষার মিল রয়েছে। জীবসত্তার মতো ভাষাও জন্মলাভ করে ও বিবর্তিত হয়। ভাষাও ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও আগ্রাসনের শিকার হয়- এমনকি বিভিন্ন কারণে ভাষার মৃত্যু বা অবলুপ্তিও ঘটতে পারে।

গত ৫০০ বছরে এই পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে এখনো প্রায় ৭০০০ ভাষা রয়েছে। তার মধ্যে আবার প্রায় ২০০০ কথ্য ভাষার প্রতিটির ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা মাত্র এক হাজারেরও নীচে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ উপরোক্ত ৭০০০ ভাষার অর্ধেকেরও বেশী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তার মানে, গত ৫০০ বছরে প্রতিমাসে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে এসেছে, আর আগামী ৮০ বছরে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি করে ভাষার অপমৃত্যু হবে।

যে ভাষাতে যতো বেশী সংখ্যক মানুষ কথা বলে, সাধারণত সেই ভাষার আয়ু ততো বেশী হয় এবং তার বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা ততো কম থাকে। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষ কথা বলে ম্যান্ডারিন ভাষাতে। ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে স্প্যানিশ ভাষা। আর আমাদের বাংলা ভাষার অবস্থান হল সপ্তম। বর্তমানে পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশে বাংলা ভাষার লেখ্য রীতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য না থাকলেও এই দুই ভূখণ্ডের কথ্য বাংলাতে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের কথ্যরূপ এতটাই বিচিত্র যে, এক এলাকার বাসিন্দারা অন্য এলাকার বাসিন্দাদের কথা বুঝতে প্রায়ই অপারগ হয়। কোন দেশের বা ভূখণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থাই মূলত সেখানকার কথ্য ভাষার বিভিন্নতাকে প্রভাবিত করে। অগণিত নদ-নদী আর পাহাড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্লভ্যতা ভাষার কথ্য রীতিতে ও উচ্চারণে আঞ্চলিকতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে কথ্য ভাষার বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার কারণ হিসেবে আবহমান কাল থেকে বিরাজমান যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা হয়। আর সুদূর অতীতকাল হতে যোগাযোগ ব্যবস্থার এই দুর্দশার পেছনে অসংখ্য নদীনালা ও নিবিড় বনভূমির ভূমিকা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, কালের বিবর্তনে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটলেও বাংলা ভাষার কথ্য রূপের সেই কথিত বিভিন্নতা কি হ্রাস পেয়েছে? তার জবাবে বলতে হয় যে, এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন রাতারাতি ঘটে না। আসলে বিবর্তনের হাত ধরে ভাষার পরিবর্তন, রূপান্তর ও সংস্কার ধীরগতিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

তবে নানা ঘাত প্রতিঘাত ঘটনার ভেতর দিয়ে ভাষা এগিয়ে যেতে যেতে নতুন কোনো ধারাতে বইতে আরম্ভ করলে বা নতুন কোনো দিকে বাঁক নিলে, তা যে সব সময়েই শুভ হবে এবং ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখবে- এমন কোনো কথা নেই। বরং উল্টোটাও ঘটতে পারে। যেমন, সম্প্রতি গ্লোবলাইজেশন বা বিশ্বায়নের ফলে চলিত বাংলায় প্রচুর সংখ্যক ইংরেজি শব্দের আমদানি হয়েছে। আমি চেয়ার, টেবিল, অফিস, স্কুল, কলেজ- এই শব্দগুলোর কথা বলতে চাইছি না। এগুলো তো অনেক আগেই বাংলাতে ঢুকে গেছে এবং তাতে বাংলা সমৃদ্ধই হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু আজকাল ইন্টারনেটের বদৌলতে বাংলা ভাষাতে প্রতিনিয়ত যে সকল ইংরেজি শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে, সে সব শব্দের দৈনন্দিন ব্যবহার মোটেও অভিপ্রেত নয়, কারণ ঐ শব্দগুলির জুতসই বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে। যেমন, যারা ইউটিউবে নাটক, উপস্থাপনাভিত্তিক বা সাক্ষাতকারভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে থাকেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ফ্যাশন বা স্টাইলের বশবর্তী হয়ে অনেকে বাংলাতেই কথা বলতে বলতে 'সুতরাং' বা 'তাই'-এর বদলে

'সো' বলছেন, 'করিৎকর্মা'-র বদলে 'অ্যাঙ্কিভ' বলছেন, 'স্রেফ'-এর বদলে 'জাস্ট' বলছেন, ইত্যাদি। আর 'ধন্যবাদ'-এর বদলে 'থ্যাঙ্ক ইউ' তো অনেক আগেই চালু হয়ে গেছে।

আবার ভাষা ব্যবহারকারীদের এক ধরনের আলসেমি বা অজ্ঞতার কারণেও বাংলা ভাষার চলিত রীতিতে বেশ কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের সুশীল সমাজে 'আমি গান গাইব', ও 'সে গান গাইতে পারে'- এই সাধু বাক্য দুটির চলিত রূপ হিসেবে 'আমি গান গাব' ও 'সে গান গেতে পারে' চালু হয়ে গেছে। অথচ সঠিক চলিত বাক্য দুটি হল যথাক্রমে, 'আমি গান গাইব' ও 'সে গান গাইতে পারে', ইত্যাদি। একইভাবে 'চাহিতে', 'চাহিতেছেন', 'গাইতেছেন', প্রভৃতি ক্রিয়াপদভিত্তিক সাধু শব্দগুলির চলিত রূপ হিসেবে যথাক্রমে 'চেতে', 'চাচ্ছেন' ও 'গাচ্ছেন' ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ সঠিক শব্দগুলি হল যথাক্রমে, 'চাইতে', 'চাইছেন' ও 'গাইছেন'। এছাড়া 'আসিল' ও 'আসিলেন'-এর চলিত রূপ হিসেবে ব্যাপকভাবে 'আসল' ও 'আসলেন' ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ বিশুদ্ধ চলিত শব্দ দুটি হল যথাক্রমে 'এল' বা 'এলো' এবং 'এলেন'। চলিত বাংলাতে লিখিত বাংলাদেশের অনেক লেখকের বইতেও দেখা গেছে যে, 'পাননি'-র পরিবর্তে 'পান নাই' এবং 'ঘরে কোন খাবার নেই'-এর পরিবর্তে 'ঘরে কোন খাবার নাই' লিখা রয়েছে। এইমাত্র বর্ণিত প্রবণতাগুলি যদিও বাংলাদেশের সুশীল সমাজের মধ্যে শেকড় গুঁড়ে বসছে, তবে পশ্চিম বাংলাতে এই প্রবণতা অনেক কম বা নেই বললেই চলে।

এছাড়া ভুল বানান ও ভুল বাক্যের তো কোনো সীমা-পরিসীমাই নেই। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, বিজ্ঞাপন, পোস্টার, উপস্থাপনা (মঞ্চ, রেডিও, টেলিভিশন কিংবা ইউটিউবভিত্তিক)- সবখানেই একই অবস্থা। সবচেয়ে করুণ পরিণতি পরিলক্ষিত হয় শিল্প-সাহিত্যের ইন্টারনেটভিত্তিক চর্চাসমূহে। যেহেতু ঐ অঙ্গনে গুণ ও মান নিয়ন্ত্রণের কোনো বালাই নেই, সেই হেতু এই তথ্যেবচ অবস্থা। আর দুশ্চিন্তার ব্যাপার হল, বর্তমান যুগে একটা সমাজের সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করছে এই ইন্টারনেট।

কয়েকদিন আগে ইউটিউবের একটি বাংলা চ্যানেলে উপস্থাপকে বলতে দেখলাম, যদি এই পৃথিবী ও মানুষ জাতি সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে টিকে থাকে, তবে নাকি আজ থেকে চার-পাঁচ হাজার পর পৃথিবীতে একটি মাত্র মানব জাতি, একটি মাত্র ভাষা, একটি মাত্র ধর্ম ও একটি মাত্র দেশ থাকবে। মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রতিভা বা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ থাকবে না, সবাই মোটামুটি একই ধাঁচের বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার অধিকারী হবে এবং অবশ্যই তা এখনকার মানুষের গড় বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানগরিমার চাইতে অনেক বেশী উঁচু মাত্রার হবে। স্রেফ সস্তা আবেগের বশবর্তী হয়ে আপলোডার ভদ্রলোক ঐ মন্তব্য করেননি, অনেক যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়ে তবেই তিনি তা করেছেন।

যাই হোক, আমরা এখানে গোটা পৃথিবী বা সমগ্র মানব জাতি নিয়ে মাথা ঘামাতে যাচ্ছি না। এছাড়া চার-পাঁচ হাজার বছর পর নয়, মাত্র বত্রিশ বছর পর ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষার সার্বিক চালচিত্র কোন্ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে, শুধু এটুকুই আন্দাজ করতে যাচ্ছি, যা একটু কঠিন হলেও রোমাঞ্চকরও বটে। এ নিয়ে আলোকপাত করা অনেকটা সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ফেঁদে বসার মতো ব্যাপার, যার জন্য প্রয়োজন ক্ষুরধার কল্পনাশক্তি ও অসাধারণ দূরদর্শিতা, যার কোনোটাই আমার নেই। তবু একটা অপচেষ্টা করা যেতে পারে মাত্র।

আধুনিক বিশ্বে ভাষার বিবর্তনের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। এক সময় যখন বাংলাদেশে ছিল না কোনো রেডিও বা টেলিভিশন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়াটা ছিল এক দুর্লভ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তখন মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বা একশ মাইল তফাতে বসবাসকারী মানুষেরাও পরস্পরকে ভিনদেশী হিসেবে বিবেচনা করত। আর ঐ দূরত্ব কয়েকশ মাইল হলে তো আর কথাই নেই, একেবারে বিদেশী কিংবা ভিনগ্রহবাসী হিসেবে একে অপরকে দেখা হত। তাদের ভাষার উচ্চারণ রীতি ছিল আলাদা, খাওয়াদাওয়া আর রন্ধনকৌশল ছিল আলাদা, পোশাক-আশাকের

মধ্যেও থাকত চোখে পড়ার মতো ভিন্নতা। পরস্পরকে এক অদ্ভুত ধরণের আগ্রহ আর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হত। তাদের মধ্যে বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা ছিল শক্ত এক ব্যাপার। ক্রমশ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ব্যবসাবাণিজ্য, রুটিনার্জি আর অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনে জন্মস্থান ছেড়ে মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। বেতার ও টেলিভিশনের বদৌলতে মানুষ একে অপরের কাছাকাছি চলে আসতে আরম্ভ করল, এক অভিন্ন সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করল আপামর জনগোষ্ঠী। অবিশ্বাস দূর হতে আরম্ভ করল। বৈবাহিক বন্ধন এই একতাকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে শুরু করল। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে আগের চাইতে অনেক বেশী একতাবদ্ধ একটি অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়ে উঠল, যার ভিত্তি ছিল মাতৃভাষা বাংলা ভাষা। আমরা সবাই জানি যে, মাতৃভাষার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। এই নতুন জাতীয়তাবোধের উন্মেষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে প্রবলভাবে কাজ করেছিল। আর বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার উদাত্ত ডাক সেই জাতীয়তাবোধকে স্ফুলিঙ্গের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, বিজয় হয়ে উঠেছিল অবধারিত।

বাংলাদেশে আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে অর্জিত স্বাধীনতা বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও সংস্কারে বিশাল ভূমিকা রাখার সূচনা করেছিল, যে ইতিবাচক প্রক্রিয়াটি আজও অব্যাহত। স্বাধীন বাংলাদেশে সবাই তাদের নিজস্ব আঞ্চলিকতার বেড়া পেরিয়ে, স্ব স্ব দেহাতী কথ্য রীতি বর্জন করে দ্রুতগতিতে আধুনিক বাংলা ভাষার ধারক-বাহক এক সুসভ্য বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত হয়ে গেল, এমনটি নয় এবং তা কাম্যও নয়। বরং সেই সকল স্থানীয় বাচনভঙ্গি, আঞ্চলিক উপভাষা ও সংস্কৃতি বাংলা ভাষার প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশবিশেষ, যা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। কিন্তু তারপরও বলা যায় যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার যে বিশাল এক চলমান সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়ার সূচনা হল, তা এক বিরাট অর্জন। এটা আমাদের স্বাধীনতার সুফল।

ব্যাপার হল, বর্তমানে যে রকম অকল্পনীয় ধরণের উর্ধ্বগতিতে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটছে, তাতে করে আগামী পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বেই মানবজাতির সামগ্রিক সমাজ কাঠামো একেবারেই পাল্টে যাবে। তার প্রভাব বাংলা ভাষার ওপরেও পড়বে। কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসের ধার না ধেরেই যে ব্যাপারগুলি অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে, তা হলঃ মেশিন ও সফটওয়্যার মানুষের পেশাভিত্তিক শতকরা ৭০-৮০ ভাগ কাজই কেড়ে নেবে, যার ফলে বেকারত্বে সয়লাব হবে নগর ও বন্দরসমূহ। আর গ্লোবাল ওয়ার্মিংজনিত কারণে যেভাবে সমুদ্রের জল ফুলেফেঁপে উঠছে, তাতে করে উপকূলের নিকটবর্তী এলাকাসমূহ সাগরের নীচে চলে যাবে। ফলে সারা পৃথিবীর মানচিত্রই যাবে পাল্টে। তাছাড়া দেশে দেশে জনসংখ্যাও আরও বাড়বে। এই নতুন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কেবল বাংলা ভাষা নয়, বিশ্বের অন্যান্য ভাষাগুলির ওপরেও কি ধরণের প্রভাব পড়তে পারে, তা একবার খতিয়ে দেখা যাক। আসলে একটি ভাষা কেবল মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম নয়। ভাষা কেবল পুঁথিগত কোন বিষয়ও নয়, যা শুধু ব্যাকরণের মোড়কে আবৃত হয়ে থাকে। ভাষা অবস্থান করে মানুষের চিন্তা-চেতনায় ও মস্তিষ্কে, ভাষা বসবাস করে মানুষের হৃদয়ে। মানুষের সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা, রন্ধনপ্রণালী, উৎসব ও পাবন, বিবাদ ও বাকবিতণ্ডা এবং তার প্রতিটি কার্যকলাপ জুড়ে ভাষা বিরাজ করে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অতীতের চেয়ে বর্তমানে মানুষের গড় আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেও অশান্তি ও উদ্বেগের মাত্রা গেছে বেড়ে। অথচ অতীতের চেয়ে মানুষের বই পড়ার অভ্যেস নাকি গেছে কমে। তার মানে, উদ্বেগ মানুষের বই পড়ার অভ্যেস কমিয়ে দেয়। যেহেতু ভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতিসহ বাংলাভাষীদেরও গড়পড়তা উদ্বেগ যাবে বেড়ে (যার কারণগুলি উপরের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে), সেইহেতু ২০৫০ সাল নাগাদ বাঙ্গালীর বই পড়ার অভ্যেস খুবই হ্রাস পাবে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শওকত আলী, সেলিম আল-দীন, প্রমুখের মতো নতুন নতুন বিশাল সাহিত্য প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তখন আর জন্মাবে না। তবে তখন কেউ ভাল লেখক হতে চাইলে তাকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

পাঠকের সংখ্যার শতকরা হার যদিও তখন অনেক কমে যাবে, কিন্তু সেই সময় ইন্টারনেটভিত্তিক ব্লগার শ্রেণীর লেখক ও কবির সংখ্যা এত বেশী হবে যে, লেখক ও পাঠকের মধ্যকার সীমারেখা একেবারেই তিরোহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ যাদের মধ্যে তখন সাহিত্যচর্চা চালু থাকবে, তাদের সবাই যুগপৎভাবে লেখক ও পাঠকে পরিণত হবে। অন্যান্য সকল ভাষার সাহিত্যসহ বাংলা সাহিত্যও তখন পুরোপুরিভাবে ভিডিওভিত্তিক হয়ে যাবে, যার চৌহদ্দি কেবল নাটক আর খণ্ড চলচ্চিত্রের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষের ভাবের আদান প্রদানের অঙ্গনে বিপ্লবী সব সফলতা ও বিজয় অর্জিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ২০৫০ সাল নাগাদ সফট ওয়্যারভিত্তিক অনুবাদ ব্যবস্থার অভাবিত কীর্তির ফলে অন্যান্য সকল ভাষার মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রীও তখন শতকরা ৯০ ভাগ অনুবাদকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যার হার আরও বেড়ে যাবে এবং ইন্টারনেটের ব্যবহারিক প্রয়োগ আকাশচুম্বী হয়ে যাবে বলে মানুষ কাণ্ডজে পত্র-পত্রিকা আর পড়বে না। ২০৫০ সাল নাগাদ বাঙ্গালীর মুখের ভাষা বাংলা ভাষায় অগণিত বিদেশী (বিশেষত ইংরেজি) শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটবে। হিন্দি ভাষার আঞ্চলিক আধিপত্য ও ইংরেজি ভাষার আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের পটভূমিতে বাংলা ভাষা মারাত্মকভাবে আগ্রাসনের শিকার হয়ে নিজস্বতা ও মৌলিকত্ব ভীষণভাবে হারিয়ে ফেলবে।

যেহেতু ভাষার মান নিয়ন্ত্রণের ভার নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের হাতেই আর তেমনভাবে থাকবে না, সেইহেতু সঠিক বানান ও বাক্যরীতির ধার আর তখন বাঙ্গালীরা ধারবে না। বাংলা একাডেমী ও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তখন শ্রেফ সীমাবদ্ধ কাণ্ডজে দায়বদ্ধতার মধ্যেই টিকে থাকবে।

মিডিয়ার বদৌলতে এবং দেশবিদেশের মাটিতে বাঙ্গালীর অব্যাহত অভিবাসন প্রক্রিয়ার জের বশত কথ্য বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ও পশ্চিম বাংলায় একটি করে আদর্শ কথ্য বাংলার ছাঁচ পুরোপুরিভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে (এই প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চলছে)। যদি অখণ্ড বাংলা তৈরি না হয় (যা একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিষয় এবং যে প্রসঙ্গটি এই আলোচনায় না নিয়ে আসাই সমীচীন), তা হলে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলাতে ২০৫০ সাল নাগাদ সৃষ্ট আদর্শ কথ্য বাংলার উপরোক্ত ছাঁচের দুটি নমুনার মধ্যে তখনো বেশ পার্থক্য থাকবে। অন্যথায় অখণ্ড বাংলায় একটিমাত্র আদর্শ কথ্য বাংলা ভাষার ছাঁচ তৈরি হয়ে যাবে।

বাংলাভাষী বিশাল এক জনসংখ্যার কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষা হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, কিন্তু তার সার্বিক চেহারা তখন বর্তমান বাংলা ভাষার থেকে খুবই ভিন্নতর হবে। গত একশ দেড়শ বছরে বাংলা ভাষার যতোটুকু না বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে, আগামী বত্রিশ বছরে তার চেয়ে অনেক বেশী বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটবে। কোন যাদুমন্ত্রবলে কিংবা টাইম ট্রাভেল মেশিনে করে যদি আমাদের বর্তমান সময় থেকে কেউ ২০৫০ সালে চলে যতে সক্ষম হয়, তা হলে তার কাছে মনে হবে যে, সে আর এই পৃথিবীতে নেই, অন্য কোন জগতে এসে পড়েছে।

সিডনী,  
১০/০২/২০১৮।